দৈনিক সংবাদ

DEC. 24 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৬.....

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ

জালিয়াতির সঙ্গে বোর্ডের ৭ কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত

রাশেদ মেহেদী ॥ নতুন বছরের সংশোধিত ৮টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজে ১৭টি প্রেসের নামে ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিয়ে কাগজ উত্তোলনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের ৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। মূলত এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী তিন চারটি প্রেসের সঙ্গে গোপন চুক্তির মাধ্যমে ১৭টি প্রেসের নামে ব্যাংক গ্যারান্টি দেখিয়ে নিজেরাই কাগজ উত্তোলনের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের চেষ্টা করছিল। টেক্সটবুক বোর্ডের একটি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

পাঠ্যপুস্তক ঃ মুদ্রণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

. নোটিশের জবাব দেয়ার পর ধীরে ধীরে বোর্ডের অসাধু চক্রটির জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। যে প্রেসের নামে ইতোমধ্যে ১ হাজার রিম কাগজ উত্তোলন করা হয়েছে সে প্রেসেও কাগজ যায়নি। এই ১ হাজার রিম কাগজ উত্তোলনের পর কোথায় আছে তারও কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকটি প্রেসের নামে ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেয়া হলেও তারা কাজের অফারিং লেটারই পায়নি।

সূত্র জানায়, ব্যাংক গ্যারান্টি সঠিক কিনা তা যাচাইয়ের দায়িত্ব হিসাব শাখার। হিসাব শাখা ব্যাংক গ্যারান্টি যাচাই করেই কাগজ উত্তোলনের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করে। হিসাব শাখার সুপারিশ ডেসপাস শাখা ইস্যু করার পর উৎপাদন নিয়ন্ত্রক চূড়ান্ত অনুমোদন দেন; কিন্তু এক্ষেত্রে হিসাব শাখা কোনরকম ব্যাংক গ্যারান্টি যাচাই ছাড়াই প্রেসগুলোকে কাগজ উত্তোলনের অনুমোদনের সুপারিশ করেছে।

সূত্র জানায়, এ জালিয়াতির উৎস কাজ দেয়ার ক্ষেত্র থেকেই। কাজ বরাদ্দ ... বলেন, 'কাজ বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র তার দায়িত্ব নয়। কাজ বরাদ্দ নিয়ে অনিয়ম করার সুযোগও তার নেই'। তিনি এ বিষয়ে সদস্যের (পাঠ্যপুস্তক) সঙ্গে আলাপ করার পরামর্শ দেন।

এ ব্যাপারে ডেসপাস শাখার দায়িত্ব পালনকারী চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-সচিব (প্রশাসন) এয়াকুব হোসেন বলেন, 'তিনি কোনভাবেই ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি সংক্রান্ত জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত নন। বিষয়টি শুধুমাত্র তার এখতিয়ার নয়'। এ ঘটনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই বলে তিনি জানান।

এ ব্যাপারে আলাপ করার জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা শান্তি গোবিন্দ নন্দীর সাথে আলাপ করার জন্য তিন দফা চেষ্টা চালিয়েও আলাপ করা সম্ভব হয়নি। বিকেল ৩টা ৪০মিনিটে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে তার অফিসে গেলে জানানো হয়, তিনি সদস্য (অর্থ)-এর রুমে আছেন। সদস্য (অর্থ)-এর অফিসে গেলে তার পিএ জানান, তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন। শান্তি গোবিন্দ নন্দী এখানে আছে, বলে তিনি স্বীকার করেন।

দ্বিতীয় দফায় বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে শান্তি গোবিন্দ নন্দীর অফিসে ফোন করা হলে কেউ ফোন ধরেনি। পরে সদস্য (অর্থ)-এর অফিসে ফোন করা হলে জানানো হয় তারা মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন। পরে যোগাযোগ করতে বলা হয়। পরে সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় নন্দীর বাসায় যোগাযোগ করলে বলা হয়, তিনি ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত আছেন। তার বাসা থেকেও পরে যোগাযোগ করতে বলা হয়।

কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে খোঁজ নিলে জানানো হয়, 'তারা দু'জনেই ছুটিতে আছেন, দু'এক দিন পর যোগদান করবেন।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পাঠ্যপুস্তক (সদস্য) কবীর মজুমদার বলেন, 'একটি তদন্ত কমিটি' হয়েছে। কমিটি কাজ করছে। বোর্ডের কর্মকর্তারা কেউ জড়িত থাকার ব্যাপারে কমিটি রিপোর্ট দিলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।' কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন কিনা জানতে চাইলে বলেন, 'অনেক কিছুই শোনা যাচ্ছে। এসব শোনা কথা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমরা অপেক্ষা করছি তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্য।'

রেজিমেন্টের এক সদস্য নিহত ও অন্য ৩ জন সদস্য আহত হয়েছে। শনিবার ঝালকাঠি ও রাজাপুরে প্রধানমন্ত্রীর সফরের নিরাপত্তার জন্য এ সদস্যরা ঝালকাঠি এসেছিল।

সেনা সদস্যদের বহনকারী গাড়িটি ঝালকাঠি শহর ছাড়িয়ে ভৈরবপাশায় সড়কের মোড় ঘোরার সময় একটি গাছের সাথে ধাক্কা খেলে পেছনে বসা ল্যান্স নায়েক আনোয়ার, সৈনিক শাজাহান, ফেরদৌস ও আহসান গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় ৪ জনকেই বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে শাজাহান (২৫) মারা যায়। মৃত

পিজিআর ঃ পৃঃ ২ কঃ ৮

শীর্ষ সন্ত্রাসী হাবু গ্রেফতার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ রাজধানীর শীর্ষ সন্ত্রাসী হাবিবুর রহমান হাবুকে গতকাল রোববার রাতে ডেমরা থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এ নিয়ে ডেমরা থানার মীর হাজিরবাগে ব্যাপক ভাঙচুর ও পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের মারপিট হয়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

পুলিশ জানায়, হাবু মীর হাজিরবাগের এক কুখ্যাত সন্ত্রাসী, তার নামে ডেমরা থানার ৫টি হত্যা মামলা ছাড়াও নগরীর বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।